AKASHVANI (Kolkata)
Regional News Unit

Date : 18-12-24 **Desk in Charge:**
Time : 7.35 AM **Compiling :**
Opening Announcement আকাশবাণী, খবর পড়ছি

বিশেষ বিশেষ খবর –

১/ 'এক দেশ এক নির্বাচন' সংক্রান্ত দুটি বিল গতকাল লোকসভায় আলোচনার জন্য গৃহীত হয়েছে।

২/ বাংলাদেশে সাম্প্রতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে এবার গঙ্গাসাগর মেলায় রাজ্য প্রশাসন বাড়তি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে।

৩/ রাজ্য সরকারের উদাসীনতার কারণে ন্যাশনাল 'ব্যাম্বু মিশন' অভিযানের কাজ এই রাজ্যে এগোয়নি বলে কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন।

৪/ সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরের স্কুলগুলিতে কম্পোজিট গ্র্যান্টের বরাদ্দকৃত অর্থ খরচের বিষয়ে বেশ কিছু নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য সরকার।

৫/ খড়গপুর IIT, 'কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি রেঙ্কিং সাস্টেনিবিলিটি'র বিচারে ভারতের সব আইআইটি-র মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

৬/ আজ সংখ্যালঘু অধিকার দিবস। নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হচ্ছে।

****

'এক দেশ এক নির্বাচন' সংক্রান্ত দুটি বিল গতকাল লোকসভায় ২৬৯/ ১৯৮ ভোটে আলোচনার জন্য গৃহীত হয়েছে। নতুন সংসদে এই প্রথমবার বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট নেওয়া হয়। এর আগে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল সংবিধানের ১২৯-তম সংশোধনীর জন্য The Constitution Bill-এর The Union Territories Laws সংশোধনী বিল লোকসভায় পেশ করেন।

কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, DMK, শিবসেনা UBT, CPIM সহ বিরোধী দলগুলি এই বিল দুটির তীব্র বিরোধিতা করে বলে, এর ফলে সংবিধানের মূল কাঠামোতে আঘাত হানা হবে। বিলটি আরও বিবেচনার জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব'ও দেওয়া হয়।

কংগ্রেস নেতা মণীশ তিওয়ারি বলেন, এই বিল কার্যকর হলে তা' হবে গণতন্ত্রের পরিপন্থী। লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কেন্দ্র গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সরকার চালানোর প্রতি বিশ্বাস হারাচ্ছে। এই ব্যবস্থা চালু হলে কোনো রাজ্যের সরকার পড়ে গেলে সেক্ষেত্রে কি হবে, সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি।

সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছেন, 'এক দেশ এক নির্বাচন' জাতির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি কার্যকর হলে সামগ্রিকভাবে গোটা দেশ উপকৃত হবে।

এদিকে, 'এক দেশ এক নির্বাচন' বিলটি আইনে পরিণত হলে দেশের অর্থনীতি মজবুত হবে বলে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ'সংক্রান্ত কমিশনের চেয়ারম্যান রামনাথ কোবিন্দ মন্তব্য করেছেন। রাজারহাটে গতকাল বিশ্ববঙ্গ কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন-

(বাইট- কোবিন্দ)

****

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে এবারের গঙ্গাসাগর মেলার নিরাপত্তা নিয়ে রাজ্য সরকার বাড়তি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে।

নবান্নে গতকাল গঙ্গাসাগর মেলা প্রস্তুতি বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, রাজ্য পুলিশ, নৌসেনা, উপকূলরক্ষী বাহিনীকে বাংলাদেশ সীমান্ত ও সংলগ্ন জলপথে যৌথ

নজরদারির পরামর্শ দিয়েছেন। মেলায় আসা পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য ১ হাজার ১৫০টি লঞ্চের পাশাপাশি চলবে ৩২টি ভেসেল ও ৯টি বার্জ। সারা রাত ধরে চলা এই ভেসেলগুলিতে লাগানো হবে জিপিএস ট্র্যাকিং পদ্ধতি। ধর্মতলা থেকে সাগর পর্যন্ত থাকছে ২'হাজার ৫০০ সরকারি বাস ও ২৫০টি বেসরকারি বাস।

গত কয়েক বছর ধরেই রাজ্য সরকার গঙ্গাসাগরের পুণ্যার্থীদের জন্য বিনামূল্যে পাঁচ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বিমার ব্যবস্থা করছে। এবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটছে না।

উল্লেখ্য, এবারের গঙ্গাসাগর মেলা হবে ৮ই জানুয়ারী থেকে ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত। মকর সংক্রান্তির বিশেষ পূণ্যস্নান চলবে ১৪ তারিখ ভোর থেকে ১৫ তারিখ ভোর পর্যন্ত।

****

রাজ্য সরকার, পুণ্যার্থী ও গঙ্গাসাগরের বাসিন্দাদের সুবিধার জন্য লট নম্বর ৮ এবং কচুবেড়িয়ার মধ্যে মুড়িগঙ্গার উপরে চার বছরের মধ্যে সেতু তৈরির কাজ শেষ করবে। সেতুটির নাম হবে গঙ্গাসাগর সেতু।

মুখ্যমন্ত্রী গতকাল নবান্ন থেকে একথা ঘোষণা করে বলেন, পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ চার লেনের এই সেতু তৈরির জন্যে সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে খরচ হবেদেড় হাজার কোটি টাকা ।

****

'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের আওতায় রাজ্য সরকার আরো ১৬ লক্ষ গ্রামীণ আবাস তৈরি করবে। এই প্রকল্পের আওতায় ১২ লক্ষ মানুষকে বাড়ি তৈরির প্রথম পর্যায়ে ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়ার সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামীণ আবাস প্রকল্পের কাজে বার বার কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল পাঠানোর পরেও কোনো টাকা দেয়নি। রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষকে এই তিন বছরে মনোনীত করলেও কেন্দ্রের তরফে অর্থ মঞ্জুর হয়নি বলে তাঁর অভিযোগ।

****

নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'কে CBI গতকাল 'শোন অ্যারেস্ট' করে। শনিবার পর্যন্ত তাকে CBI হেফাজতে রাখা হবে।

গতরাতেই CBI তাঁকে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে জোকার ESI হাসপাতালে নিয়ে যায়। আড়াই ঘন্টা ধরে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর তাঁকে নিজাম প্যালেসে নিয়ে যাওয়া হয়। আজ CBI সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে জেরা করবে।

****

রাজ্য সরকারের উদাসীনতার কারণে ন্যাশনাল 'ব্যাম্বু মিশন' অভিযানের কাজ এই রাজ্যে এগোয়নি বলে কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার অভিযোগ করেছেন।

গতকাল এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, ২০০৬ সাল থেকে এই অভিযানের কাজ শুরু হয়। কৃষি উন্নয়ন যোজনায় প্রধানমন্ত্রী ২০১৮-১৯ সালে পুনরায় অভিযান চালু করেন এবং ২০২৫-২৬ সাল পর্যন্ত তা সম্প্রসারণ করা হয়। তবে রাজ্য সরকার এই প্রকল্প রুপায়ণে কোন নোডাল অফিসার নিয়োগ করেনি। কৃষি মন্ত্রক থেকে মুখ্য সচিবকে চিঠি দেওয়া হলেও রাজ্য সরকার ওই চিঠির কোন উত্তর দেয়নি। এরপর কৃষিমন্ত্রক 'নর্থ ইস্ট কেন এন্ড ব্যাম্বু ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল'কে পশ্চিমবঙ্গের নোডাল এজেন্সি হিসেবে নিয়োগ করেছে। এই অভিযানের আওতায় উত্তরবঙ্গ সহ রাজ্যের যেসব জায়গায় বাঁশের কাজ হয় সেখানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলে বাঁশের তৈরি সামগ্রী নির্মাণের কাজ শেখানো হবে। এর ফলে রাজ্যে কর্মসংস্থান হবে বলে শ্রী মজুমদার দাবি করেন।

(বাইট- সুকান্ত)

****

রাজ্য সরকার সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরের স্কুলগুলিতে কম্পোজিট গ্র্যান্টের বরাদ্দকৃত অর্থ খরচের বিষয়ে বেশ কিছু নির্দেশিকা জারি করেছে।

শিক্ষা দপ্তরের তরফে জারি করা তেইশ দফার এক নির্দেশিকায় পানীয় জল, শৌচালয়, স্কুল পরিষ্কার ও ল্যাবরেটরিতে ছাত্র ছাত্রীদের নিরাপত্তার মত ১৮টি বিষয়ে এই তহবিলের অর্থ খরচ করা যাবে বলে জানানো হয়েছে। পড়ুয়ার সংখ্যার উপরে ভিত্তি করে স্কুলগুলিতে ৬০ ও ৪০ শতাংশ হারে এই কম্পোজিট গ্র্যান্টের অর্থ বরাদ্দ করা

হলেও কেন্দ্র এখনও তার অর্থ বরাদ্দ না করায় রাজ্য সরকার আট হাজার স্কুলের জন্যে ২২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

****

খড়গপুর IIT, 'কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি রেঙ্কিং সাস্টেনিবিলিটি'র বিচারে ভারতের সব আইআইটি-র মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।
বিশ্বের ১ হাজার ৭৫১ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষণা, পরিবেশগত স্থায়িত্ব, চিন্তা ভাবনার আদান প্রদান, কর্মসংস্থান ও সুশাসন ইত্যাদি মানদন্ডে খড়গপুর আইআইটি ভালো ফল করেছে।
প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর প্রফেসর ভি কে তিওয়ারি বলেন, এই সাফল্যে প্রতিষ্ঠানের সকলে অত্যন্ত খুশি।

****

ভারত সরকারের নেহরু যুব কেন্দ্র হুগলি-র আয়োজনে যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হল ইটাচুনা বিজয় নারায়ণ মহাবিদ্যালয়ে। এবারের যুব উৎসবের ভাবনা হল 'পঞ্চ পণ (পাঁচটি ব্রত) অফ অমৃতকাল'। স্বাধীনতার শতবর্ষকে সামনে রেখে এই আয়োজন বলে জানিয়েছেন নেহরু যুব কেন্দ্রের আধিকারিক উত্তরা বিশ্বাস।

****

আজ সংখ্যালঘু অধিকার দিবস । জাতিসংঘ ১৯৯২ সালের ১৮ ডিসেম্বর দিনটিকে আন্তর্জাতিক সংখ্যালঘু অধিকার দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজ দিনটি পালিত হচ্ছে।

****

তফসিলি জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্র-এ গতকাল জৈব চাষ-আবাদের উপকারিতা সম্পর্কে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'বিকশিত ভারত' প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে গ্রামীণ এলাকায় কৃষিজীবীদের জৈব চাষে উৎসাহিত করতে এই আয়োজন। আয়োজক সংস্থার সম্পাদক সৌমেন কোলে জৈব চাষের পক্ষে সওয়াল করে বলেন, রাসায়নিক সার ব্যবহারে প্রথম পর্যায়ে ভালো ফলন হলেও পরবর্তীতে জমির উর্বরতা হ্রাস পায় ও ফসলের গুণমান খারাপ হয়ে যায়।

(বাইট- সৌমেন)

****

বাংলা আজ জাতীয় ফুটবল ‘সন্তোষ ট্রফি’র মূল পর্বের গ্রুপ লিগ ম্যাচে রাজস্থানের বিরূদ্ধে খেলবে। খেলা শুরু হবে দুপুর আড়াইটেয়। বাংলা দুটি ম্যাচে জিতে ছয় পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে।

****

ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ঝুলন গোস্বামীর নামে ইডেনে স্টেডিয়ামের একটি স্ট্যান্ড-এর নামকরণ হবে। সেই সঙ্গে শহিদ সেনা আধিকারিক কর্নেল এন জে নায়ারের নামে হবে একটি স্ট্যান্ড। গতকাল সিএবি-র পক্ষ থেকে এক অনুষ্ঠানে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়।

আগামী ২২ শে জানুয়ারি ইডেনে ভারত ও ইংল্যান্ডের টি টোয়েন্টি ম্যাচের দিন দুটি স্ট্যান্ডের উদ্বোধন করা হবে।

****